# শতবর্ষ পেরিয়ে আজও প্রাসঙ্গিক মানিক

Rupsa Ghosal | EiSamay.Com | Updated: 02 May 2021, 08:57:00 AM

শতবর্ষে বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় (Satyajit Ray 100)। কাকতালীয়ভাবে তাঁর জন্মদিনেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কিংবদন্তি পরিচালকের কোন ছবির হুবহু মিল রয়েছে?

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: 'দিস চরণামৃত অ্যান্ড অল আদার চরণামৃত আর ফ্রি ফ্রম জার্ম...'। সাহিত্যিক হেনরিক ইবসেনের 'এনিমি অফ দ্য পিপল' নাটক অবলম্বনে তৈরি ১৯৮৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' ছবির একটি বিখ্যাত লাইন।

ভয়ঙ্কর মহামারী কোভিড-১৯-এর সঙ্গে মানবসমাজের লড়াই ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে রবিবার বহু প্রতিক্ষিত ২০২১ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। আগামী পাঁচ বছর বাংলা শাসনের দায়িত্ব কে পাবে, তা জানার দিন। আর কাকতালীয়ভাবে এদিনই সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী (Satyajit Ray 100)। বিগত কয়েকমাস ধরে একের পর এক জনসভা, রোড-শো, মিটিং-মিছিলে উপচে পড়া ভিড়। নিয়ম ভাঙার খেলায় যেন এই নির্বাচনটাই হয়ে উঠেছে জনগণের শত্রু। কোথাও গিয়ে ঠিক যেন চরণামৃতের মতো আম আদমিকে গুলিয়ে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনীতি।

নির্বাচন মিটতেই রাজ্যে আংশিক লকডাউন। দুঃস্থ মানুষের রুজি-রুটিতে টান। অথচ দু-দিন আগে কোভিড গাইডলাইনের তোয়াক্কা না করে রমরমিয়ে চলচিল নির্বাচনের প্রচার। ঠিক যেমনভাবে গণশত্রু ছবিতে অশোক গুপ্ত বারবার

চরণামৃত নিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করলেও বিজ্ঞানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চণ্ডীপুরের মন্দিরে ভক্তদের দেদার সমাগম ঘটেছিল। ফলস্বরূপ ছবি মতো বাস্তবেও মহামারীতে বেসামাল রাজ্য।

জন্মশতবর্ষে ফিরে দেখা কিংবদন্তি পরিচালকের এই ছবি। ধর্ম আর বিজ্ঞানের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব সমাজকে কী করে অস্থির করে তোলে, সমাজের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে তার বিচারবুদ্ধি থেকে কীভাবে দূরে ঠেলে দিতে পারে, সে গল্পই রয়েছে গণশত্রুতে। ছবিতে যে সমস্যাটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা বর্তমান সময়েও বড্ড প্রাসঙ্গিক। পরিবেশ কিংবা জল দূষণ ১০০ বছর আগেও একটা সংকট ছিল, বর্তমানেও তা আছে। আর পরিচালকের জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর দেখানো মহামারীর বর্তমান নাম করোনাভাইরাস। তাঁর এই ছবিকে ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের এক রুপোলি দলিল।

সিনেমার গল্পের কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর চণ্ডীপুর। যেখানে চিকিৎসক অশোক গুপ্ত রোগীদের পরীক্ষা করতে গিয়ে টের পান, জন্ডিসের প্রকোপ বেড়েছে। শহরের সবচেয়ে জনবহুল স্থান ভবানীপুরের জল থেকেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বলে প্রমাণ পান তিনি। আর সেখানেই অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বর মন্দির। মন্দিরের ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনে ফাটল ধরে এই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। যেই জল চরণামৃত হিসেবে মানুষ দিনের পর দিন খেয়ে চলেছেন। সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় তিনি মন্দির বন্ধের প্রস্তাব তোলেন। সামাজিক দায়িত্ববোধ পালনে তাঁর পথে বাধা হয়ে ওঠে রাজনীতিকদের বাড়তি আয়ের উৎস। প্রশাসনিক গদিতে বসে থাকা মানুষরা চিকিৎসককেই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সত্যজিতের এই ছবি যেন বাস্তব পরিস্থিতিতে এক বড় উদাহরণ। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা। তাই তো ভয়ঙ্কর মহামারীর ঝড় আসছে জেনেও গণতন্ত্রের শ্রেষ্ট উৎসবে মত্ত ছিলেন নেতা-নেত্রীরা। নিশ্চুপ ছিল নির্বাচন কমিশনও।

গণশত্রু দেশের ভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক আদর্শ উদাহরণ। সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে ওঠা সেই ছবি আজও প্রতিটা মুহূর্তে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রাজনীতির প্রকৃত রূপকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা, নিষ্ফলা রাজনীতি,

আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে সত্যজিৎ রায় যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ ছিলেন, তা নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন গণশত্রু ছবির মাধ্যমে। তাঁর জীবনিকার অ্যান্ড্রু রবিনসন 'সত্যজিৎ রায় দ্য ইনার আই' বইটিতে সত্যজিতের এই মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। চলচ্চিত্র সমালোচকদের অনুমান, বর্তমান যুগে সত্যজিৎ থাকলে তাঁর গণশত্রু ছবিতে 'এনিমি অফ দ্য পিপল' হিসেবে রাজনৈতিক নেতাদেরই তুলে ধরতেন। আর তাই কাকতালীয় হলেও নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে সত্যজিতের জন্মশতবার্ষিকী।

আসলে গোটা উনিশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার মননে বৈপ্লবিক আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল। চিন্তার স্ফূরণ, সময়ের তুলনায় এগিয়ে থাকা, সামাজিক চেতনা, ভবিষ্যতের দিক-নির্ণয়, প্রভৃতি প্রতিভার সমন্বয়ে সত্যজিৎ রায় এ বিষয়ে একেবারেই সামনের সারিতে। চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে জাপানি চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া একবার বলেছিলেন, ‘রায়ের ছবি না দেখা আর পৃথিবীতে চাঁদ আর সূর্য না দেখে বেঁচে থাকা একই ব্যাপার।’ সত্যজিতের ছবির যে কোনও একটি দৃশ্য নিয়েই একটি গোটা নিবন্ধ লিখে ফেলা যায়। এমনটাই মনে করতেন ইংরেজ চলচ্চিত্র সমালোচক রবিন উড। ৩৭ বছরের কর্মজীবনে পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের ৩৬টি ছবির (২৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, পাঁচটি তথ্যচিত্র ও দু’টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি) বিস্তৃতি ও গভীরতা পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। অলঙ্করণ, কস্টিউম ও গ্রাফিক ডিজাইনিং, চিত্রনাট্য ও সাহিত্যরচনা, সম্পাদনা অথবা সুরসৃষ্টির মতো একাধিক পরিসরে অবাধ ও দক্ষ বিচরণ তাঁকে একজন কমপ্লিট পরিচালক করে তুলেছিল।

Reference:

https://eisamay.indiatimes.com/entertainment/cinema/remembering-satyajit-ray-in-his-birth-centenary/articleshow/82350552.cms